সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

17-November-2016

رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه

দাতা আলী হাজবেরী এর ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ

(BANGLA)

দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ

এর

ইলমে দ্বীনের আগ্রহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে কোরআনে পাক তিলাওয়াত করলো, **আল্লাহ্ তাআলার** হামদ করলো, **নবী** (صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করলো এবং আপন **রব তাআলার** নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলো, তবে সে মঙ্গলকে সেই স্থান হতে খুঁজে নিলো। **(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ২/৩৭৩, হাদীস নং-২০৮৪)**

গড় চে হে বেহদ কুচুর, তুম হো আফুওঁ ও গফুর,
বখশ দো জুরম ও খতা তুম পে করোড়ো দরূদ।

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃষ্ঠা ২৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভাল ভাল নিয়্যত করে নিই। ফরমানে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস নং-৫৯৪২)

www.dawateislami.net

দুটি মাদানী ফুলঃ

(১) ভাল নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম আমলের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভাল নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নীচে রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষন সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারন করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর স্বয়ং আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

এক মহান মুবাল্লিগ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকে আমরা এমন এক মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো, যার কারণে ইসলামের সম্মান, শান ও শওকত এবং ক্ষমতায় বৃদ্ধি পেয়েছিলো, যিনি উদারতার বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, যার ফয়য অনেক যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর আজও প্রবাহমান, যার নূরানী মাযারে সর্বদা আশিকানে রাসূল, আশিকানে সাহাবা এবং আশিকানে আহলে বাইত ও আশিকানে আউলিয়াদের ভিড় লেগে থাকে, যারা হাজিরী দিয়ে নিজের সকল জায়িয চাওয়া পেয়ে থাকে। তাছাড়া তাঁর খুবই প্রিয় একটি গুণ "ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ" সম্পর্কে বিভিন্ন রঙ বেরঙের মাদানী ফুলের সুগন্ধি দ্বারা আমাদের মস্তিষ্ককে সুবাসিত করার চেষ্টা করবো। এই মাদানী ফুলগুলো নিজের অন্তরের মাদানী পুস্পদানীতে সাজিয়ে এর উপর আমল করারও চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাতের পর পবিত্র আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কিরামগণ رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ইসলামের বট বৃক্ষকে পানি দ্বারা সতেজ রাখেন। সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان পর তাঁদের অনুসরনে পরবর্তীতে আসা বুযুর্গরাও দ্বীনে ইসলামের খেদমত করার এই মহান দায়িত্বকে সুন্দরভাবে আদায় করেছেন। বিশেষ করে এই উপ মহাদেশে ইসলামের তবলীগের (প্রচারের) জন্য যে আউলিয়ায়ে কিরামগন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মূখ্য ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তালিকায় উর্ধ্বে রয়েছে। তাঁর তবলীগের ধরন, জ্ঞান, জ্ঞানের উন্নয়ন ও প্রচার, সম্মিলিত ও একাগ্র প্রচেষ্টা, রচনা ও সংকলন এবং আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দ্বারা ভারতে খুবই অল্প সময়ে ইসলামের আলো প্রসারিত হতে লাগলো এবং অসংখ্য লোক ইসলামের ছায়াতলে আসতে লাগলো। আসুন! আজকে আমরা এই দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো, যেন আমাদের মাঝেও ইলমে দ্বীনের নিভে যাওয়া প্রদীপ আবারো প্রজ্বলিত হয়ে যায়। আহ! যদি দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরও ইলমে দ্বীন শেখার জযবা নসীব হয়ে যেতো! আসুন, প্রথমে তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি:-

দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ এর পরিচিতি

দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপনাম আবুল হাসান, আর নাম হচ্ছে আলী। তিনি গযনীর অধিবাসী ছিলেন। জুল্লাব ও হাজবীর ‘গযনী’র মহল্লাগুলোর মধ্যে দু’টি মহল্লা, প্রথমে জুল্লাবে অবস্থান করতেন অতঃপর হাজবেরীতে স্থানান্তরিত হয়ে যান। তাঁর সৌভাগ্যময় জন্ম প্রায় ৪০০ হিজরীতে হয়েছিলো। **(কাশফুল মাহজুব এর ভূমিকা, ৮-১১ পৃষ্ঠা)**

দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ

হযরত খাজা মাস্তান শাহ কাবলী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰىعَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়্যিদ আলী বিন ওসমান হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে মাহমুদ গযনবীর প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি মাদরাসায় অধিকাংশ সময় দেখা যেতো,

www.dawateislami.net

সে সময় তাঁর বয়স প্রায় ১২/১৩ বছর হবে, ইলমে দ্বীনের আগ্রহে আগ্রহী এই ছাত্র দ্বীনের শিক্ষায় এতোই ডুবে যেতো যে, সকাল থেকে সন্ধ্যা হয়ে যেতো কিন্তু কখনো তাকে পানি পান করতেও দেখিনি, সাদা দাঁড়ির রিদুওয়ান নামের এক বুযুর্গ সেই মাদরাসার মুদারিরস ছিলেন, তিনি নিজের সেই নিশ্চুপ ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। একদিন সুলতান মাহমুদ গযনবী এই মাদরাসার পাশ দিয়ে গমন করেন এবং তিনি এই মহান দ্বীনি মাদরাসায় আসেন, অন্যান্য শাগরেদদের বিপরীতে হযরত মাখদুম আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ নিজের কাজে এতোই মগ্ন ছিলেন যে, তিনি কোন কিছুই জানতেও পারলেন না, বুযুর্গ ওস্তাদ ডাক দিলেন: দেখো আলী! কে এসেছেন? তখন ছিলোই বা কি, এক দিকে মাহমুদ গযনবী এবং অপর দিকে এক অল্পবয়সী সত্য পথের সন্ধানকারী। আশ্চার্য দৃশ্য ছিলো, সুলতান মাহমুদ গযনবী এই অল্পবয়সী ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীর ঔজ্জল্যের প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে সাথে সাথেই দৃষ্টিকে নত করে নিলেন এবং সেই মুদারিরসকে বললো: **ওয়াল্লাহ (আল্লাহ্‌র শপথ)**! এই বাচ্চাতো **আল্লাহ্ তাআলার** অন্বেষণকারী (মুহাব্বতকারী) ইলমে দ্বীনের এই শিক্ষার্থী এমন মাদরাসার সৌন্দর্য্য।

(আল্লাহ্ কে খাস বান্দে, ৪৬০ পৃষ্ঠা)

ঝুলিয়াঁ ভর ভর কে লে জাতে হে মাঙ্গতে রাত দিন,
হো মেরী উমিদ কা গুলশান হারা দাতা পিয়া। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! শুনলেন তো আপনারা যে, হুযুর দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন শিখতে এবং অধ্যয়ন করতে কিরূপ মগ্ন থাকতেন যে, অল্পবয়সের মূল্যবান সময়কেও নষ্ট হতে দেননি, কেননা তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ সময় এবং ইলমে দ্বীন এই দু'টির গুরুত্ব থেকে সামান্য পরিমানও উদাসীন ছিলেন না। এই অল্পবয়সেও ইলমে দ্বীন অর্জন এবং অধ্যয়নে পুরোপুরি মগ্ন ছিলেন, তাছাড়া মুখের "কুফ্‌লে মদীনা" অর্থাৎ মুখকে অহেতুক কথা থেকে বাঁচাতেও তিনি কঠোরভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন, কিতাবের সাথে তাঁর ভালবাসাতো দেখুন যে, পড়তে পড়তে রাত হয়ে যেতো কিন্তু তিনি পানি পান করার জন্যও সময় বের করতে পারতেন না।

www.dawateislami.net

তাঁর এই ইলমে দ্বীনের আগ্রহ, অধ্যয়নের আকাংখা, নিজের কাজ নিজে করা এবং কুফ্‌লে মদীনা লাগানো অর্থাৎ নিশ্চুপ থাকার মাদানী ভাবনা তাঁকে এতোই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দিলো যে, তাঁর বৃদ্ধ ওস্তাদও তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন, এমনকি নিজ যুগের কামিল আশিকে রাসূল এবং ইলমে দ্বীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বাদশাহ সুলতান মাহমুদ গযনবী যখন তাঁর মাদরাসায় আসলেন তখন ইলমে দ্বীনের ব্যস্ততার কারণে দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ তার আসার খবরও জানলেন না, সুতরাং সুলতান মাহমুদ গযনবীও তাঁর প্রতি প্রভাবিত না হয়ে পারলেন না এবং তাঁর শানে এই ঐতিহাসিক এবং প্রশংসামূলক বাক্য বললেন যে, **"আল্লাহ্ তাআলার** শপথ! এই বাচ্চা **আল্লাহ্ তাআলার** অন্বেষণকারী (মুহাব্বতকারী), এমন ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী এই মাদরাসার সৌন্দর্য্য।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! পিপাসা পানি দ্বারা নিবারন হয়, কিন্তু ইলমে দ্বীনের পিপাসা কখনো নিবারন হয় না, কেননা এই পিপাসা ইলমে দ্বীনের ঝরনাধারার সংস্পর্শে এসে বাড়তেই থাকে, এই ইলমে দ্বীনের সন্ধানে আমাদের বুযুর্গরা নিজের বাড়ি-ঘর এবং নিজের পূর্ব পুরুষের শহরকে বিদায় জানিয়ে বিভিন্ন দেশে এবং শহরে সফর করেছেন, অথচ সেই সময় এরূপ সহজ ছিলো না, কিন্তু যেহেতু হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন শেখার প্রতি প্রবল আগ্রহী ছিলেন, সুতরাং এখনকার মতো সহজতা না থাকার পরও তিনি ইলমে দ্বীন অর্জনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে দূর দূরান্তের শহরে সফর করেছেন, তাছাড়া অসংখ্য মাশায়িখে কিরামের কাছ থেকে উপকৃত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য সফর

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ যত দেশেই সফর করেছেন, তার প্রত্যেকটির উদ্দেশ্যই ছিলো ওলামায়ে দ্বীন এবং মাশায়িখে কিরামদের দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁদের থেকে ফয়েয অর্জন এবং নিজের ইলমে দ্বীনের পিপাসা নিবারনের ব্যবস্থা করা।

www.dawateislami.net

এই উদ্দেশ্যে অর্জনের জন্য তিনি শুধু খোরাসানের তিনশত (৩০০) মাশায়িখের খিদমতে উপস্থিত হয়েছেন এবং তাঁদের ইলমে দ্বীন ও হিকমতের (প্রজ্ঞার) সুন্দর বাগান থেকে ফুল কুড়িয়ে নিজের ঝুলিতে ভরতেন। **(কাশফুল মাহজুব, পৃষ্ঠা ১৮১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো, দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে নয় বরং ইলমে দ্বীন অর্জনের উদ্দেশ্যে একই শহরের তিনশত (৩০০) ওলামায়ে কিরামের দরবারে হাজিরী দিয়েছেন, এটাতো শুধু একটি শহরের ওলামায়ে কিরামের সংখ্যা, নিঃসন্দেহে হয়তো তিনি এটি ছাড়াও আরো অনেক শহর এবং দেশের অনেক ওলামায়ে কিরামের দরবারে হাজিরী দিয়েছেন, দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য এই মেহনত ও আগ্রহের চরম উৎকর্ষতা সম্পর্কে শুনে অন্তরে আসলাফে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام স্বরন তাজা হয়ে যায়, কেননা তাঁর মাঝেও আসলাফদের (পূর্ববর্তীদের) মতো ইলমে দ্বীন অর্জনের আগ্রহ ও অধ্যয়নের সখ পরিপূর্ণভাবে ভরা ছিলো, আমাদের বুযুর্গরা রাত দিন ইলমে দ্বীন অর্জনে মগ্ন থাকতেন, অত্যন্ত মেহনত ও আগ্রহ সহকারে অধ্যয়নে লিপ্ত থাকতেন, তাছাড়া ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য নিজের চাহিদাগুলোকেও কুরবানী করে দিতেন। আসুন! উৎসাহ লাভের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ইলমে দ্বীনের আগ্রহ সম্পর্কে ২ টি ঘটনা শ্রবণ করি:-

ইমাম মুসলিম رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ

একদিন কোন এক মজলিশে হাদীসে পাকে প্রসিদ্ধ কিতাব **"মুসলিম শরীফ"** এর প্রণেতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুসলিম বিন হাজাজ তুশাইরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ হতে কোন এক হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ঘরে এসে সেই হাদীস খানা খুঁজতে শুরু করলেন। তাঁকে খেজুরের একটি ঝুড়ি পেশ করা হলো। হাদীস শরীফ খুঁজতে গিয়ে তিনি সেখান থেকে একটি একটি করে খেজুর উঠিয়ে খেতে লাগলেন, এমনকি হাদীস শরীফটি খুঁজে পেতে পেতে সমস্ত খেজুর শেষ হয়ে গেলো, এতো বেশি খেজুর খাওয়ার কারণে তাঁর ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

(তাহযীবুত তাহযীব, হরফুল মীম, ৮/১৫০, নম্বর-৬৮৯৪)

www.dawateislami.net

সায়্যিদুনা দাহ্হাক رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ

হযরত সায়্যিদুনা দাহ্হাক বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উপাধী ছিলো "নাবিল", এই উপাধীর কারণ হলো যে, একদিন হযরত সায়্যিদুনা ইবনে জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর দরসের মজলিশে (ইলমে দ্বীন শেখার জন্য) উপস্থিত ছিলেন যে, হঠাৎ সেখান দিয়ে একটি হাতি যাচ্ছিলো। সকল ছাত্ররা দরস ছেড়ে হাতি দেখতে চলে গেলো, কিন্তু তিনি নিজের জায়গায় বসে ছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: দাহ্হাক তুমি হাতি দেখতে কেন যাওনি? আরয করলো: আপনার সংস্পর্শ থেকে হাতি বড় নয়! এই উত্তর শুনে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে জুরাইজ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: **اَنْتَ النَّبِيْل** অর্থাৎ তুমি তো অনেক বড় মর্যাদাবান। **(তাহযীবুত তাহযীব, হরফুস স'দ, ৪/৭৯, নম্বর-৩০৫৭)**

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা দেখলেন তো, আমাদের বযুর্গদের ইলমে দ্বীনের আগ্রহ কেমন ছিলো, যখন এই ব্যক্তিরা ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত হয়, তখন নিজের আশেপাশের সমস্ত জিনিস হতে উদাসীন হয়ে যায়, যেন নিজের উদ্দেশ্য সফল করতে পারে। নিঃসন্দেহে এই পবিত্র সত্তারা ইলমে দ্বীনের জন্য নিজের সব কিছু উজাড় করে দিয়েছেন তাইতো ইলমে দ্বীনও তাঁদের বঞ্চিত করেনি বরং মুসলমানদের পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিয়েছেন। নিশ্চয় এই সব কিছু **রাব্বে কায়েনাতের (আল্লাহ্ তাআলার)** দান, ইলমে দ্বীনের ফযিলত সম্পর্কে জ্ঞাত এবং আলমে দ্বীনের প্রতি ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ, যা এখনো আমরা তাঁদের আলোচনা করে নিজের অন্তরকে আলোকিত করছি। আসুন! উৎসাহ লাভের জন্য আমরাও ইলমে দ্বীনের ফযিলতের উপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:-

(১) যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য বের হয়, তবে যতক্ষন পর্যন্ত ফিরে না আসে, **আল্লাহ্ তাআলার** পথে (রাস্তায়) থাকে।

(তিরমিযী, কিতাবুল ইলমে দ্বীন, ৪/২৯৪, হাদীস নং-২৬৫৬)

(২) ইলমে দ্বীন অর্জনকারীদের সুস্বাগতম! ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের ফিরিশতা ঘিরে রাখে এবং নিজেদের ডানা দ্বারা তাদের ছায়া প্রদান করে, অতঃপর সেই ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীকে ইলমে দ্বীন অর্জনের কারণে ভালবেসে সারিবদ্ধভাবে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। **(মুজামুল কবীর, ৮/৫৪, হাদীস নং-৭৩৪৭)**

www.dawateislami.net

(৩) **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন বান্দাদের উঠাবেন, অতঃপর ওলামাদের আলাদা করে ইরশাদ করবেন: হে ওলামাদের দল! আমি তোমাদের সম্পর্কে জানি, এই জন্যইতো তোমাদেরকে আমার পক্ষ থেকে ইলম দান করেছি এবং তোমাদের এই জন্যই ইলম দিইনি যে, তোমাদেরকে আযাবে লিপ্ত করবো। (সুতরাং এখন) যাও! কেননা আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।

(জামেয়ে বয়ানুল ইলমে দ্বীন ওয়া ফযলাহু, পৃষ্ঠা ৬৯, হদীস নং-২১১)

না নামে মে ইবাদত হে না পাল্লে কুছ রিয়াযত হে,
ইলাহী! মাগফিরাত ফরমা হামারী আপনি রহমত সে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সদরুশ শরিয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ইলমে দ্বীনের উপকারীতা ও পরিণাম বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ইলম এমন কোন জিনিস নয়, যার ফযিলত এবং গুনাবলী বর্ণনা করার প্রয়োজন হবে, পুরো দুনিয়া জানে যে, ইলম অনেক উত্তম একটি জিনিস, এটি অর্জন করা খুবই জরুরী। এটি সেই জিনিস যা অর্জনে মানুষের জীবন সফল এবং আনন্দময় হয় আর এর দ্বারাই দুনিয়া ও আখিরাত সুধরে যায়। (মনে রাখবেন! ইলম দ্বারা) সেই উদ্দেশ্য, যা কোরআন ও হাদীস থেকে অর্জিত হয়, কেননা এটিই সেই ইলম, যা দুনিয়া ও আখিরাতকে সাজিয়ে দেয় এবং এই ইলমই মুক্তির উপায় আর এরই কোরআন ও হাদীসে বর্ণনা এসেছে এবং এটিই শিক্ষা অর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। **(বাহারে শরীয়াত,৩/৬১৮)**

ইলম আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ السَّلَام উত্তরাধিকার সূত্রে রেখে যাওয়া সম্পদ, **ইলম আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্য লাভের মাধ্যম, **ইলম** হিদায়াতের উৎস, **ইলম** গুনাহ থেকে বাঁচার মাধ্যম, **ইলম** খোদাভীতি জাগ্রত করার মহান পন্থা, **ইলম** দুনিয়া আখিরাতে সম্মান পাওয়ার মাধ্যম, **ইলম** মৃত অন্তরের প্রাণ, **ইলম** ঈমান হিফাযতের নিরাপত্তা, **ইলম আল্লাহ্ তাআলার** সৃষ্টির ভালবাসা পাওয়ার মাধ্যম, মোট কথা! **ইলম** অসংখ্য গুনাবলীর সমষ্টি, এতে দ্বীনও আছে দুনিয়াও আছে,

www.dawateislami.net

এতে আরামও আছে প্রশান্তিও আছে, এতে স্বাদও আছে আনন্দও আছে, সুতরাং বুদ্ধিমানের কাজ এটিই যে, ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত হয়ে আখিরাতের মুক্তির পথ তৈরী করা। আহ! যদি আমাদেরও ইলমে দ্বীন অর্জন করার উৎসাহ নসীব হয়ে যেতো। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ মুঝে আলিমে দ্বীন বানা দেয়,
আউর দ্বীন কে আহকাম পে ভি মুঝ কো চালা দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাধারণত কোন মানুষের ভাল ও মন্দ হওয়াতে ঘরের পরিবেশের মূল ভূমিকা থাকে, যদি পরিবারের লোকজন বিশেষকরে পিতা মাতা মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে তবে সন্তানের উপরও এর মন্দ প্রভাব পরিলক্ষিত হবে এবং যদি পিতা মাতা নেককার, নামাযী, খোদাভীতি ও ইশ্‌কে মুস্তফার চিরস্থায়ী সম্পদ এবং ইলমে দ্বীনের নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ হয় তবে তাদের শিক্ষাদীক্ষা এবং গুনাবলীর ফয়য শুধু তাদের নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং **আল্লাহ্ তাআলার** দয়া ও অনুগ্রহে বংশ পরম্পরায় পরিবর্তীত হতে থাকবে, কেননা সন্তানের প্রথম মাদরাসাই হচ্ছে তার ঘর।

হাকীমুল উম্মত মূফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "সন্তান তার মা-বাবার সকল কাজ গভীর ভাবে পর্যবেক্ষন করে এবং তাদের ইবাদত, দোয়া ইত্যাদি মুখস্থ করে তাদের নকল করার চেষ্টা করে। পিতার উচিৎ উত্তম চরিত্রের অধিকারী হওয়া কেননা সন্তান পিতার নকল করে, সন্তানের প্রথম মাদরাসা হচ্ছে তাদের ঘর এবং প্রথম দ্বীনি শিক্ষক হচ্ছে তার পিতা মাতা। (মিরাতুল মানাযিহ, ৪/২৮) অপর এক জায়গায় বলেন: সন্তানের একটু বুদ্ধি হলেই সে তার মা-বাবা এবং সাথীদের দেখে এবং তাদের মতো হয়ে যায়, মা-বাবা সন্তানের প্রথম ওস্তাদ, তাদের সংস্পর্শ সন্তানের শিক্ষার জন্য নকশা স্বরূপ। এজন্য আবশ্যক যে, নিজের কন্যা সন্তানের জন্য ভাল স্বামী এবং ছেলের জন্য দ্বীনদার স্ত্রী খোঁজা, যেন সন্তান নেক হয়।

(মিরাতুল মানাযিহ, ১/১০০, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর সত্তায় আমাদের যে গুনাবলী দৃষ্টিগোচর হয়, তাছাড়া ইলমে দ্বীনের আগ্রহের যে প্রভাব তাঁর ব্যক্তিত্বে দৃষ্টিগোচর হয়, নিঃসন্দেহে তাতে **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া অর্ন্তভূক্ত ছিলো, কিন্তু পাশাপাশি তাঁর পরিবার বিশেষ করে পিতা মাতার শিক্ষা ও প্রশিক্ষনেরও অনেক বড় প্রভাব ছিলো। আসুন! এবার দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيۡهِ এর উদাহরণীয় পরিবারের একটি ঈমন তাজাকারী ঝলক লক্ষ্য করি অতঃপর এর থেকে অর্জিত মাদানী ফুলকে নিজের অন্তরের মাদানী পুষ্পদানীতে সাজিয়ে রাখার চেষ্টাও করি।

দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيۡهِ এর মুত্তাকী পরিবার

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيۡهِ এর পিতা হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আব্দুর রহমান رَحۡمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيۡهِ আপন যুগের অনেক বড় আলিম এবং আবিদ ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। সালতানাতে গযনবীয়ার যুগে দুনিয়ার আনাচে কানাচে থেকে ওলামায়ে কিরাম, মাশায়িকে এজাম, কবিগণ এবং সুফিগন “গযনী”তে জমা হয়ে গিয়েছিলো, একারণেই গযনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো, তাঁর পিতা মহোদয় হযরত সায়্যিদুনা ওসমান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ ও এখানেই অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান হুসাইনী সৈয়দ বংশের সাথে সম্পর্কীত আবিদা ও ধর্মনিষ্ঠা মহিলা ছিলেন। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, পৃষ্ঠা ৬, সংক্ষেপিত) যার মুখ **আল্লাহ্ তাআলা**র যিকিরে লিপ্ত এবং অন্তর সত্যনিষ্ঠতায় উৎসর্গকৃত ছিলো। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, পৃষ্ঠা ৮) তাঁর মামার ধর্মনিষ্টতা ও তাকওয়া অবলম্বনের কারণে ‘তাজুল আউলিয়া’ উপাধি দ্বারা প্রসিদ্ধ ছিলেন। মোটকথা! তাঁর বংশ আভিজাত্য ও সততা এবং জ্ঞান ও দানশীলতার কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। (ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, পৃষ্ঠা ৬)

سُبۡحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيۡهِ এর পরিবার কিরূপ আদর্শনীয় ছিলো যে, পিতা মহোদয় رَحۡمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيۡهِ আপন যুগের অনেক বড় আলিমে দ্বীন, সম্মানিতা আম্মাজান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهَا উচ্চ স্তরের ইবাদতকারীনী ও ধর্মনিষ্টা এবং কোরআন তিলাওয়াতের উৎসাহী ছিলেন আর মামাজান رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِও কোন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না বরং ‘তাজুল আউলিয়া’ অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام মুকুট উপাধীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন ইলম ও আমলে, ইবাদত ও রিয়াযত এবং তিলাওয়াতে কোরআনের নেয়ামতে পরিপূর্ণ পরিবারে লালন-পালন হয়েছিলেন, তখন তাঁরও এর খুবই বরকত নসীব হয়েছিলো, তাঁদের সদকায় তাঁকেও **আল্লাহ্ তাআলা** তাকওয়া ও পরহেযগারীর নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন এবং এমন ইলম ও জ্ঞান প্রাচুর্য দান করেছেন যে, তিনি তা থেকে সৃষ্টি জগতেরও খুবই উপকার সাধিত করেছেন।

মুঝ কো দাতা তাজেদারানে জাহাঁ সে কিয়া গরয,
মে তু হোঁ মাঙ্গতা তেরে দরবার কা দাতা পিয়া। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আফসোস! বর্তমানে এরূপ তাকওয়া পরহেযগারী এবং ইলমে দ্বীনের ভালবাসা না তো পিতা মাতার নিকট আছে, না আছে সন্তানদের। সম্ভবত এর কারণ হলো, পিতা মাতা পুরোদিন সন্তানদের দুনিয়াদারী শিখানোতেই লেগে থাকে। হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: মা-বাবার উচিৎ যে, সন্তানদের শুধুই সম্পদশালী বানিয়ে দুনিয়া থেকে না যাওয়া, যেন তাদের দ্বীনদার বানিয়ে যায়, যা স্বয়ং তার কবরেও কাজে আসবে, জীবিত সন্তানের নেকীর সাওয়াব মৃতদের কবরে পৌঁছে। (মিরাতুল মানাযিহ, ৬/৫৬৫)

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন মানুষ মারা যায়, তখন তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তিনটি (আমল) ব্যতিত, (১) সদকায়ে জারিয়া, (২) ঐ ইলম যাদ্বারা লোকেরা উপকৃত হতো এবং (৩) নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে।" (মুসলিম, কিতাবুর ওয়াসিয়ত, ৮৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৩১)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: "নেক সন্তান দ্বারা ইলম ও আমলসমৃদ্ধ সন্তান উদ্দেশ্য।" **মিরকাত** প্রণেতা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "সন্তানের উচিৎ, পিতাকে উত্তম দোয়ায় স্বরন করা, এমনকি নামাযে মা-বাবাকে দোয়া প্রথমে দেয়া তারপর সালাম ফিরানো, নয়তো যদি নেক সন্তান দোয়া নাও করে তবুও মা-বাবার নিকট সাওয়াব পৌঁছতে থাকবে। (মিরাতুল মানাযিহ, ১/১৮৩, সংক্ষেপিত)

www.dawateislami.net

সন্তানের মাদানী প্রশিক্ষণে মা'র ভূমিকা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সন্তানের উত্তম চরিত্র বা বিগড়ে যাওয়াতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা মা'রই হয়ে থাকে, কেননা মায়ের কোল সন্তানের প্রথম শিক্ষাস্থল, যদি এই শিক্ষাস্থল উপযুক্ত হয় তবে যে শিক্ষা অর্জন করে বের হবে তাও উপযুক্ত হবে। যেমন; যদি মা **আল্লাহ্ তাআলা** ও **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, সাহাবা ও আহলে বাইত رِضْوَانُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এবং আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن আদেশের উপর আমলকারীনী, পবিত্র বিবিগন, খাতুনে জান্নাত এবং সাহাবীয়াগণদের تَعَالٰى عَنْهُنَّ اَجْمَعِيْن رِضْوَانُ اللهِ সত্যিকার দিওয়ানী, ইলমে দ্বীনের আগ্রহী এবং তিলাওয়াতে কোরআনের নেয়ামতে পরিপূর্ণ, মুত্তাকী ও পরহেযগার, ইবাদত গুজার, সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত কারীনী এবং উত্তম পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হলে তবেই তাদের সন্তানেরাও এই বিশেষত্ব গুলোর মালিক হবে।

দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আজকালের মহিলাদের অধিকাংশই যিকির ও দরূদ, তিলাওয়াত ও ইবাদত এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা গ্রহনের পরিবর্তে একে অপরের গীবত করা, এদিকের কথা ওদিকে লাগানো, অযথা বাজারে ঘোরাফেরা, সিনেমা, নাটক দেখা, গান বাজনা শুনা, গল্পগুচ্ছ পড়া, কম্পিউটার, মোবাইল এবং ইন্টারনেটের ভূল ব্যবহার (Miss Use) করা, স্যোসাল মিডিয়ার জালে নিজেকে ফাসিয়ে অহেতুক কাজে পড়ে যাওয়া এবং নিত্য নতুন ফ্যাশনে ডুবে যাওয়া ইত্যাদিতে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়, আর বাকী সময়টা ঘরের কাজকর্মে কেটে যায়, ফলে নিজের এবং নিজের সন্তানদের সংশোধন করা থেকে উদাসীন হয়ে বেআমলীর শিকার এই মায়েদের বেআমলীর মন্দ প্রভাব সরাসরি পরবর্তী প্রজন্মদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, ইতিহাস সাক্ষী এদের সন্তানরাই ভবিষ্যতে জুয়ারী হয়, কেউ প্রতারক, কেউ সন্ত্রাসী হয়, তো কেউ গাজাঁখোড়, কেউ চোর বা কেউ ডাকাত, অতঃপর এই অপরাধীরা যখন আইনের আওতায় আসে তখন অনেক সময় ফাঁসি পর্যন্তও চলে যায়। আসুন এমনি এক অপরাধীর শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি:-

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১৮৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"তরবিয়তে আউলাদ"** এর ১৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: একবার এক অপরাধীকে ফাঁসির সাজা শুনানো হলো। যখন তাকে তার শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলো তখন সে বললো: আমি আমার মায়ের সাথে সাক্ষাত করতে চাই। তার ইচ্ছা পূরণ করা হলো। মা যখন তার সামনে আসলো তখন সে মায়ের নিকটে গেলো এবং দেখতেই দেখতে সে মায়ের কান টেনে দিলো। সেখানে উপস্থিত লোকেরা তাকে বকুনি দিয়ে বললো যে, দূর্ভাগা! এখনি তো ফাঁসির সাজা হয়ে যাবে, তুমি এটি কি কাজ করলে? সে উত্তর দিলো: আমাকে ফাঁসির এই কাষ্ঠ পর্যন্ত এই মা'ই পৌঁছিয়েছে, কেননা আমি শিশুকালে কারো কিছু টাকা চুরি করে এনেছিলাম, তখন সে আমাকে ধমকানোর পরিবর্তে আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলো এবং এভাবেই আমি অপরাধ জগতের দিকে এগুতে লাগলাম, আর অবশেষে আজ আমাকে ফাঁসিতে জুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। **(তরবিয়তে আউলাদ, ১৭ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মায়ের উদাসীনতা এবং তার ভূল শিক্ষার কারণে কিরূপ ভয়াবহ পরিনতি হলো যে তার প্রিয় সন্তান অপরাধের জগতে পা রাখলো আর অবশেষে ফাঁসির সাজা শুনে নিজের প্রান হারিয়ে বসলো, এর বিপরীতে যে মায়েদের চরিত্র আয়নার চেয়েও স্বচ্ছ, যাদের অন্তর খোদাভীতি ও ইশ্‌কে রাসূলে আলোকিত, যারা দুনিয়ার আরাম আয়েশে ডুবে থাকে না, লাজ-লজ্জা যাদের বৈশিষ্টে অন্তর্ভূক্ত, ইসলামের শির উন্নত করার জন্য বাঁচা মরার প্রেরণা যাদের রক্তে মিশ্রিত হয়ে গেছে, জান্নাতের অনন্ত নেয়ামতের দিকে যাদের দৃষ্টি, তবে এমনি মাদানী চিন্তাধারা সে তার কলিজার টুকরোর মাঝেও স্থানান্তরিত করতে থাকে, এমনি মায়েদের কোল থেকে মুহাদ্দীস, মুজাদ্দীদ, মুফাসসীর, আউলিয়ায়ে কিরাম, মুফতীয়ানে কিরাম, ওলামায়ে কিরাম, মুসলমানদের ইমাম, ইসলামের জন্য প্রাণ বিসর্জনকারী, তাছাড়া খোদাভীতি ও ইশ্‌কে মুস্তফার দৌলতে পরিপূর্ণ ইসলামী শাসকের জন্ম নেয়।

www.dawateislami.net

সুতরাং পিতা মাতার উচিৎ যে বুদ্ধিমানের পরিচয় দেয়া, নিজের চিন্তা চেতনা পরিবর্তন করা এবং **আল্লাহ্ তাআলার** এই নেয়ামতের গুরুত্ব দেয়া তাছাড়া তাদের মাদানী প্রশিক্ষন দিয়ে নিজেও সকল ছোট বড় গুনাহ থেকে বাঁচার চেষ্টা করা, নামাহারিমদের থেকে শরয়ী পর্দা করা, ফরয ও ওয়াজীব, সুন্নাত ও মুস্তাহাবের উপর আমল করা, জাহেরী ও বাতেনী শিক্ষা গ্রহন করা, উত্তম অভ্যাস ও উত্তম চরিত্র গঠন করা, নিজের সন্তানদেরও এই মাদানী চিন্তা চেতনা সৃষ্টি করুন, বাচ্চা দুষ্টামি করলে সর্বদা একাকীত্বে নম্রভাবে বুঝান, দুষ্ট সাথী এবং মন্দ আকীদার লোকদের সংস্পর্শে কখনো বসতে দিবেন না, কেননা মন্দ আকীদা লোকের সঙ্গ, তাদের থেকে শিক্ষা অর্জন করা, তাদের বয়ান শ্রবন করা বা তাদের বই পাঠ করা ঈমানের জন্য বিষাক্ত মরণ ছোবল। এদের **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে কোরআনের হাফিয, ক্বারী, আলিমে দ্বীন এবং মুফতী বানান, গল্প কাহিনী এবং কৌতুকের বই নিজেও পড়বেন না এবং এদেরকে পড়তে দিবেন না, বরং মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব ও রিসালা পড়ার ব্যবস্থা করুন, নিজেও সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহন করুন এবং তাদেরও অংশগ্রহন করার উৎসাহ দিন, ঘরে যদি গুনাহে ভরা চ্যানেল, সিনেমা নাটক এবং গান বাজনা চলে তবে তা বন্ধ করান এবং শুধুমাত্র ১০০% ইসলামী চ্যানেল অর্থাৎ মাদানী চ্যানেলই দেখুন এবং দেখান। যদি আমরা এই মাদানী ফুল অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে সফল হয়ে যাই তবে সমাজের এই অজ্ঞতার অন্ধকার সরে যেতে পারে, চারিদিকে সুন্নাতের মাদানী বসন্ত আসতে পারে এবং আমাদের শিশুরা নেক, মুত্তাকী আর মা-বাবার একান্ত বাধ্যগত হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

ইয়া রব বাচা রে তু মুঝে নারে জাহান্নাম সে,
আউরাদ পর ভি বলকে জাহান্নাম হারাম হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

১২টি মাদানী কাজের একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "চৌক দরস"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আমাদের একটি মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ সুতরাং নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করার জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজে স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহন করুন। যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে প্রতিদিন একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "চৌক দরস" দেয়া। নিঃসন্দেহে চৌক দরস অনেক বরকতময় এবং ফযিলতপূর্ণ কাজ এবং اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر (অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা) এর এক উত্তম ও প্রভাবময় উপায়। নেকীর আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ হতে বারণ কারীদের উত্তম উম্মত বলা হয়েছে। যেমনটি **আল্লাহ্ তাআলা** পারা ৪ সূরা আলে ইমরান এর ১১০ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

(পারা ৪, আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা শ্রেষ্টতম ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে; সৎ কাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: হযরত মূসা عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে আরয করলেন: **"ইয়া আল্লাহ!** যে নিজের ভাইকে আহ্বান করে, তাকে নেকীর দাওয়াত দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করে তবে তার প্রতিদান কি?" ইরশাদ করলেন: "আমি তার প্রতিটি কথার পরিবর্তে এক বছরের ইবাদতের সাওয়াব লিখে দিই এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তি দিতে আমার লজ্জা হয়।" (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৮ পৃষ্ঠা) সুতরাং আমাদেরও উচিৎ আমরা যেন চৌক দরস দিই, যদি দরস দিতে নাও পারি তবে শ্রবণকারীদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হয়ে যাই, যেন اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَر এর ফযিলত ও বরকত দ্বারা উপকৃত হতে পারি। আসুন! উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য চৌক দরসের একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি:-

www.dawateislami.net

নাচ-গান ও মদ্যপানে অভ্যস্থ

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে, মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আমি না শুধু গুনাহের ভয়াবহতায় ফেঁসে ছিলাম বরং আমার আকীদাও সঠিক ছিলো না। নামায থেকে এমনভাবে উদাসীন ছিলাম যে, ঈদের নামায পড়াও নসীব হতো না। রমযানুল মোবারক মাসে প্রত্যেক মুসলমান রোযা রাখতো, কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আমি এই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম। দিনে একটি দোকানে চাকরী করতাম, আর রাতে মদ, গাঁজার নেশায় ডুবে থাকতাম। টিভিতে সিনেমা নাটক দেখতাম এবং কুদৃষ্টি দিয়ে নিজের আমলনামায় গুনাহ বৃদ্ধি করতাম। বিয়ে শাদীতে নাচ-গানের সৌখিন ছিলাম। গুনাহের অন্ধকার গহ্বর থেকে বের হওয়ার উপায় হলো যে, আমার দোকানের সামনে কয়েকজন ইসলামী ভাই **ফয়যানে সুন্নাত** থেকে চৌক দরস দিতো। কখনো কখনো আমিও সাধারণত অংশগ্রহন করতাম। তারা বারবার আমাকে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করার দাওয়াত দিতো, কিন্তু আমি প্রতিবারই কোন না কোন অজুহাত দাঁড় করিয়ে দিতাম। একবার তাদের মিনতী এবং জোরাজুরির কারণে আমি ইজতিমায় যাওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেলাম এবং ইজতিমায় উপস্থিত হয়ে গেলাম। যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন সেখানকার বয়ান, যিকির, নাত এবং ভাবাবেগপূর্ণ দোয়া আমায় প্রভাবিত করলো, এরপর আমার জীবন একেবারে বদলে গেলো। মদ, গাঁজা এবং নাচ-গান থেকে তাওবা করে নিলাম, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী পরিবেশের বরকতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে আদায়কারী হয়ে গেলাম। আমার মতো গুনাহে ডুবে থাকা ব্যক্তিও মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাও শিখে নিলো এবং **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত (দাঁড়ি শরীফ) ও সাজিয়ে নিলো। মাদানী পরিবেশের বরকতে আমার মন্দ আকীদারও সংশোধন হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ চৌক দরস এবং মাদানী কাফেলার বরকতে আমার মতো নাচ-গানের পাগল এবং গাঁজা আর মদ্যপানে অভ্যস্থ, সুন্নাতের অনুসারী হয়ে গেলো।

www.dawateislami.net

তু আ বে নামাযী হে দেতা নামাযী, খোদা কে করম সে বানা মাদানী মাহোল।
গর আ'য়ে শরাবী মিঠে হার কারাবী, চড়ায়ে গা এ্যয়ছা নাশা মাদানী মাহোল।
এ্যয় বিমারে ইচইয়াঁ তু আ-জা ইহা পর, গুনাহোঁ কা দেয়গা দাওয়া মাদানী মাহোল।
গুনাহগারো আও সিয়া কারো আও, গুনাহোঁ কো দেয়গা ছুড়া মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৭-২৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হতে পারে কারো মনে এই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আগের যুগে সবদিক থেকে পরিষ্কার পরিছন্ন ছিলো, সেই যুগে আজকের মতো পাপাচারের প্রসার ছিলো না এবং পাপাচারে লিপ্ত করার উপায় ও আনুষাঙ্গিক বস্তুর এমন আধিক্য ছিলো না বরং সাধারনত প্রতিটি ঘর থেকে ইসলামী শিক্ষার আলো প্রবাহিত হতো, পিতা মাতা বরং পুরো পরিবারই মুত্তাকী ও পরহেযগার ছিলো এবং ইলম ও আমলে পরিপূর্ণ থাকতো, বিশেষকরে মায়েদের চরিত্র অনুসরনীয় ছিলো, যেমনিভাবে দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর আম্মাজানের সম্পর্কে আমরা শুনলাম যে, তিনিও উচ্চ স্তরের আবিদা ও যাহিদা মহিলা ছিলেন, সুতরাং এমনি পরিবার হতে অসংখ্য নেক ব্যক্তিত্ব জন্ম নিতো, আর আজ চারিদিকে শয়তানি কাজের আধিক্য, বেআমলির সয়লাব, সুতরাং এই পরিস্থিতিতে এখন না তো সেরূপ মা আছে এবং না আছে সলফে সালেহীনদের মতো গুণেভরা সন্তান।

এর উত্তর হলো, যদিওবা এখন বেহায়াপনা এবং বেআমলী বাড়ন্ত পর্যায়ে, কিন্তু এতে এটা আবশ্যক নয় যে, নেক মা বা আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن অস্থিত্বই এই যুগ থেকে বিলীন হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে নেক ও পরহেযগার মা এবং তাঁদের থেকে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত আউলিয়ায়ে কিরামগণ এখনো পৃথিবী জুড়ো মুসলমানদের ফয়য দান করে যাচ্ছেন, আউলিয়াদের ফয়যানে আজও অনেক অমুসলিমের ইসলাম কবুলের মাদানী খবর আসতেই থাকে, এদের ফয়যানে আজও মসজিদের কিছু না কিছু শোভা এখনো বাকী আছে, জী, হ্যাঁ! আজও অনেক বেনামাযী, মদ্যপায়ী, চোর ডাকাত, মা-বাবার অবাধ্যরা নিজের গুনাহ থেকে তাওবা করে নেক লোকদের সারিতে অর্ন্তভূক্ত হচ্ছে।

www.dawateislami.net

জী, হ্যাঁ! আজও গুনাহে ভরা চ্যানেল দেখে নিজের চোখকে হারামেপূর্ণ করে **রব তাআলার** অসন্তুষ্টি অর্জনকারীগন কারো বুঝানোর বরকতে সঠিক পথের দিশা পেয়ে যাচ্ছে, জী, হ্যাঁ! ইলমে দ্বীনে ভরপূর মাদরাসা ও জামেয়া হতে ইলমের ফয়যান এখনো অব্যাহত আছে, যেখান থেকে অসংখ্য ওলামা তৈরী হয়ে ইলমের নূর দ্বারা অজ্ঞতার অন্ধকারকে দূর করছে, জী, হ্যাঁ! আজকের এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে পনেরশ শতাব্দীর মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যার মধ্যে আউলিয়ায়ে কামিলিনের নিদর্শন সহজেই দেখা যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ যুগের এই মনোনীত ওলীর শিক্ষা ও মাদানী প্রশিক্ষন এমন এক আবীদা যাহিদা মহিলার ছত্রছায়ায় হয়েছিলো, যিনি নিজেও শরিয়তের মূলনীতির প্রতি কঠোরভাবে আমলকারীনী ছিলেন এবং নিজের সন্তানদেরও শরিয়তের প্রতিবিম্ব বানাতে সারা জীবন ব্যস্ত ছিলেন। আসুন! এই মহৎ সন্তানের মহৎ মায়ের মোবারক জীবনি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে শ্রবণ করি।

আত্তারের আম্মাজানের উত্তম আলোচনা

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সম্মানিতা আম্মাজান একজন নেক ও পরযেগার মহিলা ছিলেন। যিনি স্বামীর মৃত্যুর পরও কঠিন সামাজিক সমস্যাবলীর মাঝেও নিজের সন্তানদের ইসলামের গন্ডিতেই প্রশিক্ষিত করেন, যার চাক্ষুষ প্রমাণ স্বয়ং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মোবারক সত্তা। তিনি একবার বলেছিলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ সম্মানিতা আম্মাজান প্রথম থেকেই ফরয ও ওয়াজীবের উপর আমল করার এবং করানোর প্রতি আগ্রহী ছিলো, তাইতো ছোটবেলা থেকেই আমাদের ভাইবোনদের নামাযের আদেশ দেয়ার পাশাপাশি কঠোরতার সহিত আমলও করাতেন, বিশেষ করে ফযরের নামাযের জন্য আমাদের সবাইকে অবশ্যই উঠাতেন। সম্মানিতা আম্মাজানের এরূপ আদেশ এবং প্রশিক্ষনের কারণে আমার মনে পড়ে না যে, ছোট বেলায় কখনো আমার ফযরের নামায কাযা হয়েছে।

www.dawateislami.net

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: সম্মানিতা আম্মাজান জুমার রাত (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তীরাত) মিঠাদর (বাবুল মদীনা করাচী) এলাকায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় আমাকে খুবই স্বরণ করছিলেন, সহধর্মীনী জানালো: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ কলেমা তৈয়্যবা ও ইস্তিগফার পড়ার পর মুখ বন্ধ হলো। বিশেষ করে গোসল দেয়া পর চেহারা খুবই আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো। মাটির যে অংশে রূহ কবয হয়েছিলো, সেখানে অনেকদিন পর্যন্ত সুগন্ধি আসছিলো এবং বিশেষকরে রাতে সেই অংশে যখন তাঁর ইন্তিকাল হয়েছিলো, বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধ আসতো। তৃতীয় দিবসে সকালে কিছু গোলাপ ফুল এনেছিলাম যা সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় সতেজ ছিলো, যা আমি নিজের হাতে আম্মাজানের কবরে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। বিশ্বাস করুন সেগুলো থেকে এমন সুন্দর সুগন্ধ আসছিলো যে, আমি আশ্চার্য হয়ে গিয়েছিলাম, কখনো গোলাপ ফুলে আমি এরূপ সুগন্ধ পাইনি, বরং ঘন্টাখানেক এই সুগন্ধ আমার হাতে ছিলো। **(তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২/৪১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا কোন সাধারণ মহিলা ছিলেন না বরং **আল্লাহ্ তাআলার** নৈকট্যধন্য, ধৈর্য্যশীলা ও কৃতজ্ঞ এবং সাহসী মহিলা ছিলেন যে, যিনি সামাজিক প্রতিবন্ধকতায়ও দৃঢ়তার সহিত নিজের সন্তানদের সুন্নাতের প্রশিক্ষনে লিপ্ত ছিলেন, যিনি নামায এবং সুন্নাতের প্রতি নিজেও অনুসারী ছিলেন এবং নিজের সন্তানদেরও নামায পড়তে আদেশ দিতেন। সম্ভবত এই কাজটিই **আল্লাহ্ তাআলার** পছন্দ হয়ে গিয়েছিলো, সুতরাং দুনিয়া থেকে নিজের ঈমান নিয়ে গেলো, ওফাতের পর চেহারাও আলোকিত হয়ে গিয়েছিলো এবং যে স্থানে ওফাত হয়েছিলো সেই জায়গা চমৎকার সুগন্ধে ভরে ছিলো, যদি আমাদের ইসলামী বোনেরাও উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর এই চরিত্র থেকে শিক্ষা অর্জন করে এবং নফস ও শয়তানের বিরোধীতা করে জাহির এবং বাতিনকে শরিয়তের অলঙ্কারে সাজিয়ে নিন, ফরয ও ওয়াজীবকে নিজের মধ্যে আবশ্যক করে নিন, যেভাবে তারা সন্তানের স্কুল এর টিউশন কামাই করতে দেয় না এবং কখনো যদি হয়েও যায় তবে কঠোরতা অবলম্বন করে, যদি এভাবেই নামায এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় মাসআলা আর দ্বীনি শিক্ষার ক্ষেত্রেও চেষ্টা করে তবে এতে দুনিয়ায়ও অসংখ্য উপকারীতা অর্জিত হবে এবং আখিরাতেও বরকত নসীব হবে।

www.dawateislami.net

১৭ সফরুল মুজাফ্ফর উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর ওরস উদযাপন করা হয়, যার যার সুযোগ হয় উম্মে আত্তার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا এর ইছালে সাওয়াবের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করুন।

দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী সমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব এবং আমলের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে হযরত সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নসিহতপূর্ণ মাদানী ফুল শ্রবন করি, তিনি বলেন: ❀ মানুষের সকল ইলম জানা আবশ্যক নয়, শুধুমাত্র এতটুকু ইলম অর্জন করা আবশ্যক, যতটুকু পবিত্র শরিয়তে আবশ্যক করে দিয়েছে। ❀ শিক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যক যে, বাআমল হওয়ার জন্য ইলম অর্জন করো। ❀ আগুনের উপর পা রাখাতো নফস মেনে নিবে, কিন্তু ইলমের উপর আমল করা এর চেয়েও কঠিন। ❀ শুধুমাত্র ইলমের প্রতি অল্পতুষ্টির নাম আলিম নয়, আমলের বরকতে ইলম উপকৃত করে, সুতরাং কখনো ইলমকে আমল থেকে পৃথক করা উচিৎ নয়। ❀ যে ব্যক্তি শরয়ী বিষয়ে সতর্ক নয়, পরহেযগারী ছাড়া শরিয়তের ইলম অর্জন করা, আয়িম্মাদের অনুসরন না করে নিজেই মুজতাহিদ হয়ে যাওয়া, তবে এরূপ ব্যক্তি অচিরেই গুনাহের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাবে। আসলে এসব কিছু অন্তরের উদাসীনতার জন্যই সৃষ্টি হয়। **(ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ৬৯-৭১ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)**

মিঠে মিঠে মুস্তফা কি বারগাহে পাক মে,
কিজিয়ে মেরী সেফারিশ আ'প এয়া দাতা পিয়া। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

"ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী" রিসালার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর বাণী এবং তাঁর মোবারক চরিত্র সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত রিসালা "ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী" পাঠ করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই রিসালায় দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর চরিত্র, তাঁর ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ, ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য সফর, তাঁর কারামত, তাঁর রচনাবলী, তাঁর উপদেশ মূলক বাণী সমূহ এবং আরো অনেক মাদানী ফুল বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই রিসালা মাকতাবাতুল মদীনা থেকে মূল্য পরিশোধ করে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অধিকহারে সংগ্রহ করে সাওয়াবের নিয়তে ফ্রি বন্টনও করুন।

মারহাবা! ২০ সফরুল মুজাফ্ফর ২২ নভেম্বর দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ওরস মোবারক, এই সময় হাজারো আশিকানে রাসূল এবং গোলামানে দাতা সাহেব, নিজের মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে আর দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফয়য দ্বারা নিজের খালি ঝুলি ভরতে দূর দূরান্ত থেকে সফর করে নুরানী মাযারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে। এই আশিকানে রাসূলের নিকট নেকীর দাওয়াত এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পরিচিতি তুলে ধরার এক উত্তম উপায় হচ্ছে মাদানী রিসালা বন্টন করা, সম্ভব হলে দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মোবারক চরিত্র সম্পর্কীত রিসালা কিনে বিলি করুন, অথবা মাকতাবাতুল মদীনা হতে যেকোন বিষয়ের উপর লিখিত রিসালা কিনে বন্টন করুন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর ছাড়াও দুনিয়া জুড়ে আশিকানে রাসূল দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইসালে সাওয়াবের জন্য মাদানী রিসালা বন্টন করতে পারেন। আসুন! আমরা সবাই এখনই নিয়্যত করে নিই যে, দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইসালে সাওয়াবের জন্য আমরাও মাদানী রিসালা বন্টন করবো। اِنْ شَآءَ اللهعَزَّوَجَلَّ

"ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী" রিসালাটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফয়যান অর্জন করার জন্য তাঁর রাত দিনের কার্মকান্ড সম্পর্কে অধ্যয়ন করি তবে আমরা জানতে পারবো যে,

www.dawateislami.net

তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه নিজের পুরো জিন্দেগী নেকীর দাওয়াত, **আল্লাহ্ তাআলার** সৃষ্টির খিদমত এবং ইলমে দ্বীনের প্রকাশনার জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন, হযরত সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْه দিনে শিক্ষকতা করতেন আর রাতে সৎ পথের সন্ধানকারীদের উপদেশ দিতেন, হাজারো অজ্ঞ তাঁর মাধ্যমে ইলম অর্জন, হাজারো অমুসলিম ইসলামের দৌলতে সমৃদ্ধশালী, হাজারো পথভ্রষ্ট সঠিক পথের দিশা পেয়েছেন, হাজারো উন্মাদ বুদ্ধি ও বুদ্ধিমত্তার নেয়ামতে ধন্য হয়েছেন, হাজারো অপূর্ণ, পূর্ণতা অর্জন করে এবং হাজারো ফাসিক নেককার হয়েছেন। দূর দূরান্ত থেকে শায়খরা, তাঁর খিদমতে এসে সৌভাগ্যবান হয়েছেন। (হাদীকাতুল আউলিয়া, পৃষ্ঠা ১৮২, সংক্ষেপিত)

গাঞ্জে বখশে ফয়যে আ'লম মাযহারে নূরে খোদা,
না'কচাঁ রা পীরে কামিল কা'মলাঁ রা রাহনুমা।

পংতিটির ব্যাখ্যা: তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه ভান্ডার বন্টনকারী, জগৎকে ফয়য দানকারী এবং **আল্লাহ্ তাআলার** নূরের দৃশ্যপট। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه অসম্পূর্ণদের পীরে কামিল এবং স্বয়ংসম্পূর্ণদের জন্য পথপ্রদর্শক স্বরূপ।

হযরত সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُاللهِتَعَالٰى عَلَيْه এর শান ও মহত্ব এবং ইলমে দ্বীনের আগ্রহের অনুমান এই বিষয়টি দিয়ে করুন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه **আল্লাহ্ তাআলার** নবী হযরত সায়্যিদুনা হিজর عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সংস্পর্শে থেকেও ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন। মনে রাখবেন! হযরত সায়্যিদুনা হিজর عَلَيْهِ السَّلَام এর সাক্ষাতের জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।

সায়্যিদুনা খিজির عَلَيْهِ السَّلَام এর ফয়য প্রাপ্তি

হযরত সায়্যিদুনা আলী হাওয়াচ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা খিজির عَلَيْهِ السَّلَام এর সাক্ষাতের জন্য তিনটি (৩) শর্ত রয়েছে। (১) সে সুন্নাতের অনুসারী হওয়া। (২) দুনিয়া লোভী না হওয়া। (৩) মুসলমানদের জন্য তার অন্তর একেবারে পরিষ্কার হওয়া, তার অন্তরে ঘৃণা না থাকা, হিংসা না থাকা এবং কারো প্রতি অহঙ্কার না থাকা। (মিযানুল হাদরীয়া, পৃষ্ঠা ১৫)

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর পবিত্র সত্তায় এই তিনটি শর্তই বিদ্যমান ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ সুন্নাতের অনুসারী, দুনিয়ার লোভ থেকে অনেক দূর এবং মুসলমানের মঙ্গল কামী ছিলেন, এজন্যই তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ হযরত সায়্যিদুনা খিজির عَلَيْهِ السَّلَام এর শুধুই সাক্ষাত করেননি বরং তাঁর সংস্পর্শে থেকে জাহিরী এবং বাতেনী ইলম অর্জন করেন এবং তাঁর সাথে হযরত সায়্যিদুনা খিজির عَلَيْهِ السَّلَام এর গভীর বন্ধুত্ব ছিলো। (কাশফুল মাহজুব, ১৬ পৃষ্ঠা)

سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! আমাদের দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** কিরূপ দয়া ও অনুগ্রহ ছিলো যে, **তিনি** তাঁকে শুধু ইলম শিখার এবং শেখানোর জযবা দেননি বরং দয়ার উপর দয়া করেছেন যে, **তাঁর** পবিত্র নবী হযরত সায়্যিদুনা খিজির عَلَيْهِ السَّلَام এর থেকে জাহিরী ও বাতেনী ইলম শিখারও সৌভাগ্য দান করেছেন। মনে রাখবেন! হযরত সায়্যিদুনা খিজির عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ্ তাআলার** এমন এক মনোনীত নবী, যিনি এখনো প্রকাশ্য হায়াত সহকারে জীবিত এবং সমুদ্রে লোকদের পথপ্রদর্শন করার দায়িত্ব তাঁকেই সমর্পন করা হয়েছে।

(মলফুযাতে আলা হযরত, ৪৮৩ পৃষ্ঠা, সংক্ষেপিত)

কাশ মে রোয়া করোঁ ইশ্‌কে রাসূলে পাক মে,
সোযে দো এ্যয়সা পায়ে আহমদ রযা দাতা পিয়া।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৩৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে এবং দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সদকায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কেও ইলমে দ্বীনের আগ্রহ এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সেই মহান ভান্ডার দান করেছেন যা অনেক কম লোকের ভাগ্যে জুটে। তাঁর ব্যক্তিত্বে আমরা বুযুর্গানে দ্বীনের এবং দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর শিক্ষার প্রকাশ্য প্রভাব দেখতে পাই, কেননা সেই **আল্লাহ্** ওয়ালাদের ফয়যানে তাঁর অন্তরও ইলমে দ্বীন অর্জন এবং এর সংকলন ও প্রকাশনার মাদানী জযবায় পরিপূর্ণ।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর ফয়যের দৃষ্টিতে লাখো মুসলমান বিশেষ করে নওজোয়ানদের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়ে গেছে এবং তারা গুনাহ থেকে তাওবা করে সালাত ও সুন্নাতের পথে চলতে শুরু করে। যদি আমরা আক্বীদা ও আমল, শরীয়াত ও তরিকত, ইতিহাস ও চরিত্র, শারীরিক ও রূহানী ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন উত্তর সমৃদ্ধ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারা, সংশোধন মূলক, ফিকহী, রূহানী ও চারিত্রিক বিষয় সমৃদ্ধ অসংখ্য বয়ান শুনি, অসংখ্য সুন্নাতের সমষ্টি ফয়যানে সুন্নাত এবং অসংখ্য বিষয়ের উপর অন্যান্য কিতাব ও রিসালা অধ্যয়ন করি তবে জানতে পারবো যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁকে কিরূপ ইলম দান করেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এই উত্তাল সাগরকে দেখুন যে **আল্লাহ্ তাআলা** এই মরদে কামিলের মাধ্যমে লাখো বেনামাযীকে নামাযী, ফ্যাশন পুজারীকে সুন্নাতের অনুসারী, ফাসিককে মুত্তাকী, বদ আক্বীদা লোককে সঠিক আক্বীদার অনুসারী, অজ্ঞকে ইলমে দ্বীনের আলোয় আলোকিত, বেআমলকে আমলকারী, উগ্র মেজাজীকে ইশ্কে মুস্তফার স্বাদ, নির্ভীককে খোদাভীতি এবং ইসলামী বোনদের লাজ-লজ্জার অলঙ্কার দ্বারা সৌন্দর্য্যমন্ডিত করেছেন। ওলামায়ে কিরাম, মুফতীয়ানে এজাম ও লেখক এবং জামেয়াতুল মদীনা আর দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত এর মাদানী বাহার দেখুন, তবে জানতে পারবেন যে, **আল্লাহ্ তাআলা** এই ওলীয়ে কামিল, আশিকে মাহে রিসালত ও আশিকে আলা হযরত এর মাধ্যমে অজ্ঞতাকে কিভাবে দূর করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাঁর পদচারণায় সুন্নাতের মাদানী বাহারে ভরপুর, তাঁর এই চেষ্টাকে প্রসংশা করতে গিয়ে শুধু সাধারন নয় বরং দুনিয়া জুড়ে ওলামায়ে কিরামগনও যেন উৎসাহ দিতে গিয়ে এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা তাদের মুখ খুলেছেন, আসুন! আমরাও শুনি:

মসলক কা তু ইমাম হে ইলইয়াস কাদেরী তদবীর তেরী তাম হে ইলইয়াস কাদেরী।
ফিকরে রযা কো কর দিয়া আ'লম পে আ'শকার ইয়ে তেরা উঁচা কাম হে ইলইয়াস কাদেরী।
সুন্নাত কি খুঁশবোঁও সে যমানা মেহেক উঠা ফয়যান তেরা আ'ম হে ইলইয়াস কাদেরী।
হে দা'ওয়াতে ইসলামী কি দুনিয়া মে ধুম ধাম মকবুল তেরা কাম হে ইলইয়াস কাদেরী।
তানহা চলা তু সাথ তেরে হো গেয়া জাহাঁ মিঠা তেরা কালাম হে ইলইয়াস কাদেরী।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

মাযারাতে আউলিয়া মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধীনে দ্বীনে মতিনের খিদমতে প্রায় ১০৩টি বিভাগের মাধ্যমে দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ **"মাযারাতে আউলিয়া মজলিশ"** নামেও প্রতিষ্ঠিত, যার কাজই হলো এই আউলিয়ায়ে কিরামের খানকা এবং দরগাহে উপস্থিত হওয়া আশিকানে রাসূল ইসলামী ভাইদের নামাযের দাওয়াত দেওয়া, কেননা দূভাগ্যজনক ভাবে এমনও দেখা গেছে যে, মাযারে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তিদের একটি বড় অংশ নামাযের ব্যাপারে বড়ই উদাসীনতা প্রদর্শন করে, **দা'ওয়াতে ইসলামী** হলো **"মসজিদ ভরো সংগঠন"**। এই মাদানী পরিবেশে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নিয়মিত নামায আদায়ের মন মানষিকতা তৈরী করা হয় যে, দুনিয়া এদিক থেকে ওদিক চলে যাবে কিন্তু আমাদের নামায চুটতে পারবে না। এই মজলিশের কাজ হলো, সাহিবে মাযারের মোবারক চরিত্রের আলোকে মানুষদের পথপ্রদর্শন করা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার উৎসাহ দেওয়া, এই মজলিশের কাজ হলো, মাযারে সংগঠিত মন্দকাজ গুলো হিকমতের সহিত বন্ধ করা, এই মজলিশের কাজ হলো, মাযারের আশপাশের মসজিদ গুলোতে মাদানী কাফেলা সফর করানো, এই মজলিশের কাজ হলো, মাদানী কাফেলার জাদওয়াল অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে হওয়া হালকা সমূহে যিয়ারতকারীদের অংশগ্রহন করানো এবং তাদেরও মাদানী কাফেলায় সফর করা ও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার দাওয়াত দেওয়া। এই মজলিশের কাজ হলো, রিসালা বন্টনের মাধ্যমে যিয়ারতকারীদের নেকীর দাওয়াত ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বার্তা পৌঁছানো।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরাও আজ **আল্লাহ্ তাআলা**র এক ওলী "হযরত দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের আগ্রহ" সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরও তাঁর সদকা নসীব করুক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বয়ানের সারমর্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকে আমরা হযরত সায়্যিদুনা দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর ইলমে দ্বীনের আগ্রহ সম্পর্কে শুনলাম।

- দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ ইলমে দ্বীন অর্জনে এতোই লিপ্ত থাকতেন যে, রাত হয়ে যেতো কিন্তু পানি পর্যন্ত পান করতে ভূলে যেতেন। আহ! হযরত দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরও সময়ের গুরুত্ব ও মূল্য দেয়া নসীব হয়ে যেতো, অহেতুকতা যেমন মেবাইল এবং বন্ধুদের সাথে গল্প গুজব ইত্যাদিতে সময় নষ্ট করার বদলে ইলমে দ্বীন অর্জনের জযবা নসীব করুন।
- দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর শিক্ষকমন্ডলীরা বরং তখনকার বাদশাহও তাঁর ইলমে দ্বীনের আগ্রহে অনেক প্রভাবিত হন।
- দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর পরিবার ইলম ও আমলের অনুসারী এবং তাকওয়া ও পরহেযগারী আধার ছিলেন। আহ! হযরত দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদের ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি করে দাও, আহ! পরিবারে সকলকে নামাযী এবং আশিকে রাসূল বানিয়ে দাও, আহ! ঘর প্রশান্তির নীড় বানিয়ে দাও, আহ! পরিবারের সকলকে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারী বানিয়ে দাও, আহ! যদি ইলম ও আমলের জযবা নসীব হয়ে যেতো, আহ! যদি তাকওয়া ও পরহেযগারী নসীব হয়ে যেতো।
- দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর বরকতে হাজারো লোকের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আহ! দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদের জীবনেও সুন্নাতের মাদানী বাহার এসে যাক, আহ! বেআমলী ধ্বংস হয়ে যাক, আহ! ইলম ও আমলের বরকতে এমন মাদানী পরিবর্তন আসুক যে, আমাদের ঘরের পাশাপাশি আমাদের মহল্লা, আমাদের এলাকাবাসীরাও ইলম ও আমলের ফয়যানে পরিপূর্ণ হয়ে যাক। আহ! হযরত দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদের নিজের ঘরে, প্রতিবেশীত্বে, আত্মীয় স্বজনদের যেখানে যেখানে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে যেখানে আমরা উঠা বসা করি, সবখানে নেকীর দাওয়াত দেয়ার জযবা নসীব হোক।

www.dawateislami.net

আল্লাহ্ তাআলা হযরত দাতা গাঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নুরানী মাযারে কোটি কোটি রহমত বর্ষন করুক এবং তাঁর সদকায় আমাদেরও ইলমে দ্বীনের দৌলত দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিক। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

উন কি সুন্নাত কা জু আয়েনাদার হে,
ব্যস ও'হী তু জাহাঁ মে সমজদার হে। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চলাফেরা করার সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা "**১৬৩ মাদানী ফুল**" থেকে চলাফেরার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি।

পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৭ এর মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

وَ لَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

❀ **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহঙ্কার করে চলছিল এবং গর্ব করছিল। তাকে ভূ-পৃষ্ঠে দাবিয়ে দেয়া হলো। সে কিয়ামত পর্যন্ত দাবতেই থাকবে।" (সহীহ মুসলিম, ১১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৮)

www.dawateislami.net

❀ **মদীনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুকে চলতেন মনে হত যেন **তিনি** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১১৮) ❀ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন, না এত দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না এত ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। ❀ রাস্তায় চলতে চলতে বিনা কারণে এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত করে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। ❀ চলতে ফিরতে বা সিঁড়িতে উঠতে নামতে এটা খেয়াল রাখবেন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। ❀ রাস্তায় দুজন মহিলা দাঁড়ানো বা হাটতে থাকলে তাদের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করবেন না, কেননা হাদীসে এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (আবু দাউদ, ৪/৪৭০, হাদীস-৫২৭৩) ❀ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলতে চলতে কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে মারতে চলে, এটা একেবারে ভদ্রতার পরিপন্থি। এতে পা-গুলো আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে, এছাড়া পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবীও বটে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

আশিকানে রাসূল, আ'য়েঁ সুন্নাত কে ফুল,
দেনে লিয়ে চলে, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا هُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তাআলা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net